৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না দিলে রাবি অচলের হুঁশিয়ারি

রাবি প্রতিনিধি

০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ ১৭:৩৫

শেয়ার

অ +

অ -

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দাবি করা রাবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ফিরিয়ে না দিলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বুধবার (৮ জানুয়ারি) ‘কর্মকর্তা, সহায়ক কর্মচারী, সাধারণ কর্মচারী, পরিবহন কর্মচারী সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়’ ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে এমন হুঁশিয়ারি দেন তারা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘটের পর এবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বুধবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

এ সময় জরুরি কাজ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের দাপ্তরিক কাজ বন্ধ রাখবেন বলে জানান তারা।

সেন্ট্রাল সায়েন্স ল্যাবের উপ-রেজিস্ট্রার সৈয়দ মো. বখতিয়ার বলেন, ‘উপাচার্য আপনি মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রদের দাবি ও কথার বিনিময়ে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বাতিল করেছেন। আমরা চাই না, আন্দোলন আরো বৃহত্তর থেকে বৃহত্তরের দিকে যাক। আমরা চাই, ৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ফিরিয়ে দেন, না হলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দিনকে দিন অচল হয়ে যাবে।

আপনি এবং আপনার প্রশাসন অচল হয়ে পড়বে।’

এদিন শুরুতেই সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসন ভবনের পাশে লিচু চত্বরে অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতি শুরু করেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাদের দাবি না মানা হলে আরো কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

এ ছাড়া কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স সমিতির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মো. মুক্তার হোসেন, টেলিফোন দপ্তরের উপ-রেজিস্ট্রার আলহাজ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে।

১ জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষক ও কর্মকর্তার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ পোষ্য কোটা পুরোপুরি বাতিল করে শুধু সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ কোটা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। পোষ্য কোটা সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সহ-উপাচার্য, প্রক্টর, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসকসহ দুই শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রায় ১২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর তারা মুক্ত হন।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ওই দিন রাতে পোষ্য কোটা সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে মঙ্গলবার প্রশাসন ভবনের পাশে দুই ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট করেন তারা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করলেন তারা।